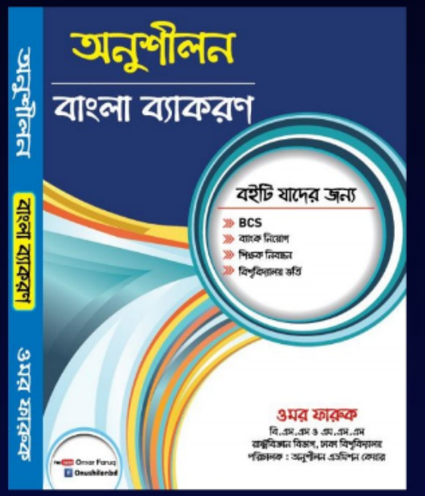

Bangla 2^{d} Paper

প্রশ্ন বিশ্লেষণ

MPBIAN

১. কোনটি দ্বিরুক্ত শব্দ নয়?

ক. বাড়ি বাড়ি খ. শীত শীত গ. টুপটাপ ঘ. চোখে চোখে

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। প্রশ্নটি বিতর্ক অংশ থেকেই নেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে সবগুলো অপশনই সঠিক। কিন্তু উত্তর হিসেবে একটি নেওয়া হবে।

*দ্বিরুক্ত শব্দ : অনেকের মতে দ্বিরুক্ত শব্দ বলতে একই শব্দ অবিকৃতভাবে পরপর ব্যবহারকে বুঝায়। যেমন- চোখে চোখে, যায় যায় ইত্যাদি।

*শব্দদ্বৈত : একই শব্দ আংশিক পরিবর্তনে পরপর ব্যবহার অর্থাৎ পরের অংশের পরিবর্তনের ফলে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়। যেমন- ফুটফাট, টুপটাপ ইত্যাদি। সুতরাং এই সংজ্ঞানুসারে সকল দ্বিরুক্তিই শব্দদ্বৈত কিন্তু সকল শব্দদ্বৈত দ্বিরুক্ত শব্দ নয়।

কোন সমাস ভিন্ন

(i) কোলাকুলি
(ii) হাতাহাতি
(iii) কোলাগুলি

বহুব্রীহি

(iv) রাস্তায় রাস্তায়

অব্যয়ীভাব

MPBIAN

২. বর্গীয় নাসিক্য বর্ণ কতটি?

ক. ৫ খ. ৩ গ. ৭ ঘ. ৮

ব্যাখ্যা : নাকের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণগুলোকে আমরা নাসিক্য বর্ণ বলি। প্রশ্নে বর্গীয় নাসিক্য বর্ণের সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছে। আমরা জানি বাংলা বর্ণগুলো পাঁচটি (ক/ চ/ ট/ ত/ প) বর্গে বিভক্ত। আর বর্গীয় পঞ্চম বর্ণগুলো (ঙ/ ঞ/ ণ/ ন/ ম) নাসিক্য বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং সঠিক উত্তর (ক)।

**তবে মনে রাখতে হবে ধ্বনি ও বর্ণ এক নয়। যদি বলা হত বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনি কয়টি? তাহলে তিনটি উত্তর হত। যথা- ঙ, ন, ম।

**মোট নাসিক্য বর্ণ সাতটি। যথা- ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ।

MPBIAN

৩. ধ্বনি পরিবর্তন কয় প্রকার?

ক. ২ খ. ৪ গ. ৩ ঘ. ৫

ব্যাখ্যা : অনেকেই উত্তর করবে ধ্বনি পরিবর্তন দুই প্রকার (স্বরধ্বনি- ব্যঞ্জনধ্বনি) কিন্তু উত্তরটি ঠিক নয়। মূলত ধ্বনি পরিবর্তন চার প্রকার। যথা-

ক. ধ্বনির আগম : শব্দে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির যে অতিরিক্ত আগমন ঘটে, তাকে ধ্বনির আগম বলে। যেমন- আজ > আইজ, দিশ > দিশা, উপকথা > রূপকথা, অম্ব > অম্বল, জমি > জমিন ইত্যাদি।

খ. ধ্বনি লোপ : উচ্চারণের সুবিধার্থে এক বা একাধিক ধ্বনির লোপকে ধ্বনি লোপ বলে। যেমন- জানালা > জানলা, সুবর্ণ > স্বর্ণ, ফাল্গুন > ফাগুন, বউদিদি > বউদি ইত্যাদি।

গ. ধ্বনি রূপান্তর : একটি ধ্বনি ভিন্ন ধ্বনির সংস্পর্শে এলে একটির প্রভাবে অন্যটি বদলে যেতে পারে। বিভিন্ন কারণে এ ধ্বনির বদল হয়। যেমন- মোজা > মুজো, বিলাতি > বিলিতি, বিকাল > বিকেল, পদ্ম > পদ্দ, শরীর > শরীল, পানি > হানি, বড়দা > বদ্দা ইত্যাদি।

ঘ. ধ্বনির স্থানান্তর : ধ্বনির স্থানান্তরের মাধ্যমেও ধ্বনির পরিবর্তন হয়। অপিনিহিতি ও ধ্বনি বিপর্যয় এর উদাহরণ। যেমন- সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, করিয়া > কইরা, আজি > আইজ, রিকশা > রিশকা, চানাচুর > চাচানুর ইত্যাদি।

MPBIAN

৪. নিচের কোন বানানটি ভুল?

ক. অনুর্ধ্ব খ. পুরাধ্যক্ষ গ. হিতৈষি ঘ. অগ্ন্যাশয়

ব্যাখ্যা : প্রতিটি অপশনই এখানে বেশ সংশয়াপন্ন। বাংলা বানান শুদ্ধিকরণে সন্ধির ভূমিকা অপরিসীম। পুর+ অধ্যক্ষ = পুরাধ্যক্ষ (নগরের তত্ত্বাবধায়ক), বাংলা একাডেমির বানান অনুসারে 'এষি' হিত+ এষি = হিতৈষি, অগ্নি+ আশয় = অগ্ন্যাশয়। এখানে অনু+ ঊর্ধ্ব = অনূর্ধ্ব (দীর্ঘ ঊ-কার) হওয়ার কথা ছিল। সুতরাং সঠিক উত্তর (ক)।

৫. নিচের কোনটি সন্ধির নিয়মে সাধিত?

ক. মরুভূমি খ. গীতাঞ্জলি গ. ঐহিক ঘ. মধুসূদন

ব্যাখ্যা : উচ্চারণের সুবিধার্থে ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদনই সন্ধির উদ্দেশ্য। তবে সন্ধিতে সাধারণত আদিস্বরের পরিবর্তন হয় না। সেই হিসেবে 'মরুভূমি' শব্দে কোনো ধ্বনিগত মাধুর্য হয় নি আর অর্থবোধক হওয়ায় এটি সমাসবদ্ধ শব্দ। গীত+ অঞ্জলি = গীতাঞ্জলি ধ্বনিগত মাধুর্য হয়েছে। 'ইহ+ ইক = ঐহিক' শব্দে আদিস্বরের পরিবর্তন হয়েছে তাই এটি সন্ধিবদ্ধ নয়। 'মধূসুদন' শব্দ সন্ধিঘটিত নয়। তাই এর সঠিক উত্তর (ক)।

MPBIAN

৬. কোনটি বাগযন্ত্র নয়?

ক. ওষ্ঠ খ. করোটি গ. জিভ ঘ. দাঁত

ব্যাখ্যা : মানুষ যেসব প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কথা বলে তাকে বাগযন্ত্র বলে। বাগযন্ত্রগুলো হচ্ছে- ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, দাঁত, দাঁতের মাড়ি, তালু, আলজিহ্বা, ঠোঁট, নাসিকা ছিদ্র। করোটি অর্থ মাথার খুলি। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

৭. কোনটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ?

ক. লামা খ. গামা গ. হেমা ঘ. জামা

ব্যাখ্যা : আমরা জানি যেসব শব্দ ভাঙলে প্রাসঙ্গিক অর্থ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। আর যেসব শব্দ ভাঙলে প্রাসঙ্গিক অর্থ পাওয়া যায় তাকে সাধিত শব্দ বলে। বিভিন্ন উপায়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয় যার মধ্যে প্রত্যয় অন্যতম। প্রশ্নে বর্ণিত 'লামা' (তিব্বতীয় পুরোহিতদের উপাধি), গামা (গামা রশ্মি), জামা (পোশাক) মৌলিক শব্দ। অন্যদিকে 'হেম' অর্থ স্বর্ণ অন্যদিকে 'হেমা' অর্থ সুন্দরী নারী। তাই সঠিক উত্তর (গ)।

MPBIAN

৮. সাধিত ষ-বিশিষ্ট নয় এমন শব্দ কোনটি?

ক. মূষিক খ. অভিষেক গ. দৃষ্টি ঘ. সুষম

ব্যাখ্যা : ব্যাকরণিক বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে 'স' কে 'ষ' তে রূপান্তর করা হয়। যেসব শব্দের মূল থেকেই 'ষ' ছিল এবং সাধিত হওয়ার পরও 'ষ' এর পরিবর্তন হয় নি- তাকেই 'সাধিত ষ বিশিষ্ট শব্দ নয়' বলে।

যেমন- আভাষ (আ+ ভাষ+ অ), মূষিক (মূষ+ ইক) ইত্যাদি।

অন্যান্য শব্দ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 'ষ' হয়েছে। যেমন- দৃশ+ তি > দৃষ্টি (প্রত্যয়), সু+ সম > সুষম (উপসর্গ), অভি+ সিচ+ অ > অভিষেক (প্রত্যয়)। সুতরাং সঠিক উত্তর (ক)।

৯. কোনটি বহুব্রীহি সমাস নয়?

ক. চৌচালা খ. তেপায়া গ. সেতার ঘ. পঞ্চরত্ন

ব্যাখ্যা : বহুব্রীহি সমাসে তৃতীয় পদের অর্থের প্রাধান্য পায়। প্রশ্নে চৌচালা (বিশেষ ধরনের ঘর), তেপায়া (বিশেষ ধরনের আসন), সেতার (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)। পঞ্চরত্ন এর ব্যাসবাক্য 'পাঁচ রত্নের সমাহার'। সুতরাং সমষ্টির অর্থ থাকায় সঠিক উত্তর (ঘ)।

১০. ‘তুমি যে বড় এলে না’ এখানে ‘বড়’-

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. অব্যয় ঘ. ক্রিয়া

ব্যাখ্যা : ‘অব্যয়’ পদ বাক্যে ব্যবহৃত না হলেও অর্থ বুঝতে সমস্যা হয় না। যেমন- আমি আসছি (এবং) তুমি আসবে।

এখানে ‘বড়’ পদটি অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যটি এভাবে করলে সঠিক হবে তুমি যে এলে না। অর্থাৎ ‘বড়’ শব্দটি ব্যবহার না করলেও অর্থের পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সঠিক উত্তর (গ)।

১১. রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রান্তরে- এখানে ‘রাজায় রাজায়’ কোন সমাস?

ক. অলুক বহুব্রীহি খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি গ. অলুক দ্বন্দ্ব ঘ. কর্মধারয়

ব্যাখ্যা : এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই ব্যতিহার বহুব্রীহি দিবে। কারণ, দ্বিরুক্তি শব্দগুলো সাধারণত ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন- লাঠালাঠি, চোখাচোখি, লেখালেখি। কিন্তু ব্যতিহার বহুব্রীহির সংজ্ঞায় ক্রিয়া দ্বিরুক্তির কথা বলা হয়েছে, কর্তা নয়। প্রশ্নোক্ত বাক্যে কর্তা দ্বিরুক্তি (রাজায় রাজায়) হয়েছে, ক্রিয়া নয়। তাই এটি ব্যতিহার বহুব্রীহি হবে না। এখানে উভয় ‘রাজা’ পদের অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে এবং বিভক্তি লোপ পায় নি- তাই এটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। সুতরাং সঠিক উত্তর (গ)।

সর্বদা আসবে।
সুন্দর হবে — **অনুপ্রাস**

এক যে ছিল রাজা
সে যে কেন এল না

MPBIAN

১২. নিচের কোনটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ নয়?

ক. বাঁদরামি খ. মেঘলা গ. দৈব ঘ. মেয়ে

ব্যাখ্যা : নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যোগ হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। অ, ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, বতুপ, মতুপ, ইমন, ইল, বিন, নীন, অয়ন, আয়ন ইত্যাদি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর (গ)।

১৩. প্রাণপাখি কোন সমাস?

ক. তৎপুরুষ খ. রূপক গ. দ্বন্দ্ব ঘ. অব্যয়ীভাব

ব্যাখ্যা : ছোটবেলায় আমরা বিভিন্ন দৈত্যের গল্পে পড়তাম যে, দৈত্যের প্রাণ নাকি পাখির ভেতরে থাকে। সেখান থেকেই এমন শব্দের ব্যবহার। আমরা জানি গুণবাচক বিশেষ্যের সাথে অন্য বিশেষ্যের অতিরঞ্জিত কাল্পনিক তুলনাকে রূপক কর্মধারয় বলা হয়। সেই হিসেবে প্রাণপাখি শব্দটির ব্যাসবাক্য প্রাণ রূপ পাখি (রূপক কর্মধারয়)। উল্লেখ্য-

**প্রাণপ্রিয় = প্রাণের চেয়ে প্রিয় (৫মী তৎপুরুষ)। যেমন- তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।

**প্রাণপূর্ণ = প্রাণ দ্বারা পূর্ণ (৩য়া তৎপুরুষ)

**প্রাণবিয়োগ = প্রাণকে বিয়োগ (৪র্থী তৎপুরুষ)

**প্রাণভয় = প্রাণ যাওয়ার ভয় (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)/ প্রাণের ভয় (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)

**কালস্রোত = কাল রূপ স্রোত (রূপক)

**কালসাপ = কাল তুল্য সাপ (নিত্য সমাস)

MPBIAN

১৪. নিচের কোনটি ফলার উদাহরণ নয়?

ক. ট্ট খ. হ্ল গ. স্ব ঘ. ত্ম

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলে। বাংলায় ফলা আছে ছয়টি। যথা- য, ব, ম, র, ল ও ন-ফলা। সত্য, অন্বয়, গ্রীষ্ম, ব্রণ, আহ্লাদি, যত্ন।

তবে মনে রাখতে হবে- সকল ফলাই যুক্তবর্ণ কিন্তু সকল যুক্তবর্ণই ফলা না। যেমন- চট্টগ্রাম (ট+ট), পূর্বাহ্ণ (হ+ণ), চট্টোপাধ্যায় (ট+ট) ইত্যাদি। সুতরাং সঠিক উত্তর (ক)।

১৫. প্রাচীন কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?

ক. গোবিন্দদাস (খ) ভুসুক পা গ. কাহ্ন পা ঘ. কায়কোবাদ

ব্যাখ্যা : 'আজি ভুসুক বাঙালি ভইলী, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।' এ উক্তির কারণে ভুসুক পাকে বাঙালি কবি মনে করা হয়। তার রচিত ৮টি পদ চর্যাপদে আছে। তাঁর প্রকৃত নাম শান্তিদেব। উল্লেখ্য, তৎকালীন 'পা' শব্দটি দ্বারা পদ রচিয়তা অর্থাৎ কবিকে বোঝানো হত।

ফলা কয়টি ?

কয়টি ফলার আদিতে উচ্চারণ হয়?

ব	ম	য	র	ল	ন
স্বাধীন	স্মৃতি	দ্যুতি	শ্রম	ক্লান্ত	স্নান

MPBIAN

১৬. নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ?

ক. ইলিশ খ. নোনতা গ. বইটি ঘ. হাতুড়ে

ব্যাখ্যা : মৌলিক শব্দ বলা হয় যে শব্দকে ভাঙলে প্রাসঙ্গিক অর্থ পাওয়া যায় না। মৌলিক শব্দ ভাঙা যেতে পারে কিন্তু সেই অনুসারে অর্থ হবে না। নোনতা (নুন+ তা) লবণাক্ততা, বইটি (বই+ টি), হাতুড়ে (হাত+ উড়িয়া) এগুলো সব সাধিত শব্দ। কিন্তু ইলিশ (ইল+ ইশ) শব্দটি ভাঙা গেলেও কোনো অর্থ হয় না। তাই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর (ক)।

১৭. তদ্ভব কোন ধরনের শব্দ?

ক পারিভাষিক খ. সংস্কৃত গ. হিন্দি ঘ. আঞ্চলিক

ব্যাখ্যা : শাস্ত্রীয় শব্দগুলোকে সেই শাস্ত্রের পরিভাষা বলা হয়। সেই হিসেবে 'তদ্ভব' শব্দটি বাংলা ব্যাকরণের একটি পরিভাষা। এমনিভাবে বচন, উপসর্গ, অবচয়, বিক্রিয়া ইত্যাদি শাস্ত্রীয় পরিভাষা।

MPBIAN

১৮. নিচের কোনটি পুরুষ-স্ত্রীবাচক শব্দজোড় হিসেবে সঠিক?

ক. রাবণ- রাবণি খ. ভাই-বোনাই গ. সৌমিত্র-সুমিত্রা ঘ. ভৃত্য-ভৃত্যা

ব্যাখ্যা : সাধারণত প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ হয়। তবে প্রত্যয় যোগ হলেও সর্বদা স্ত্রীবাচক শব্দ হয় না। এজন্য অর্থ সম্পর্কে জানা জরুরি। রাবণের পুত্র মেঘনাদকে বলা হয় রাবণি, বোনের স্বামীকে বলা হয় বোনাই, সুমিত্রার ছেলে লক্ষ্মণকে বলা হয় সৌমিত্র, ভৃত্য এর স্ত্রীবাচক শব্দ ভৃত্যা। সুতরাং সঠিক উত্তর (ঘ)।

১৯. বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয় কোনটি?

ক. বকলম খ. নিমতিতা গ. হররোজ ঘ. গরহাজির

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে বর্ণিত চারটি অপশনেই ব, নিম, হর, গর বিদেশি উপসর্গ। কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, 'খ' অপশনে 'নিম' শব্দটি উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি কারণ উপসর্গ অর্থবোধক শব্দের পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন করে। 'নিম' উপসর্গটি কম অর্থ প্রকাশ করে। যেমন- নিমরাজি, নিমখুন। কিন্তু এখানে 'নিমতিতা' অল্প তিতা বোঝাচ্ছে না, বরং নিমের ন্যায় তিতা বোঝাচ্ছে। এটি মূলত উপমান কর্মধারয়। আর 'নিম' শব্দটি 'নিমগাছ' বোঝাচ্ছে। সঠিক উত্তর (খ)।

MPBIAN

২০. প্রাচীনতম বাংলা মহাকাব্য কোনটি?

ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ. মেঘনাদ বধ ঘ. পদ্মাবতী

ব্যাখ্যা : পরীক্ষায় অনেক সময় এ ধরনের প্রশ্ন আসে। বিশেষ করে এমন কিছু শব্দ উল্লেখ থাকে, যাতে আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই। যেমন- এখানে 'প্রাচীনতম' শব্দ। আমরা জানি বাংলা মহাকাব্যের জনক মধুসূদন দত্ত। তাঁর রচিত মহাকাব্যের নাম 'মেঘনাদ বধ'। সুতরাং প্রাচীনতম বা সর্বশেষ যা-ই বলা হোক না কেন, উত্তর হবে মেঘনাদ বধ। সঠিক উত্তর (গ)।

২১. 'ছাড়পত্র' এর ইংরেজি পরিভাষা কোনটি?

ক. Transfer certificate খ. Resign letter গ. NOC ঘ. Passport

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে বর্ণিত সবগুলো অপশনের অর্থই ছাড়পত্র করা যায়। তবে বিদেশি শব্দের অনুবাদ আর পরিভাষা এক নয়। Transfer certificate শব্দটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। Resign letter শব্দটি চাকরি বা পেশার সাথে সম্পৃক্ত। No-Objection Certificate (NOC) শব্দটি আমরা প্রায় খেলাধুলার সাথে শুনতে পাই। তবে ছাড়পত্র এর যথাযথ ইংরেজি পরিভাষা Passport.

MPBIAN

২২. নিচের কোনটি বিরাম চিহ্ন নয়?

ক. হাইফেন খ. দাঁড়ি গ. পাদচ্ছেদ ঘ. বিস্ময় চিহ্ন

ব্যাখ্যা : এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনেকেই সংশয়ে পড়ে যাবে। কারণ, অনেকেই বিরাম চিহ্ন ও যতি চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য জানেন না। মূলত যেসব যতি চিহ্নে থামার প্রয়োজন হয়, তাকেই বিরাম চিহ্ন বলে। মোট বিরাম চিহ্ন নয়টি। আর যতি চিহ্ন ১২/ ১৬টি। উপরের অপশনে 'হাইফেনে' থামার প্রয়োজন পড়ে না, তাই এটিই উত্তর হবে। সঠিক উত্তর (ক)।

উল্লেখ্য, প্রাচীন বাংলায় এত যতি চিহ্ন ছিল না। কেবল এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥) বিরাম চিহ্ন ছিল।

২৩. নিচের কোন শব্দে 'শ' ধ্বনির প্রকৃত উচ্চারণ বহাল আছে?

ক. শৃঙ্খল খ. শুধু গ. প্রশ্ন ঘ. শ্রমিক

ব্যাখ্যা : উচ্চারণ ও বানান সর্বদা একরকম হয় না। 'শ' এর প্রকৃত উচ্চারণ ঋষ এর মতো। 'স' এর প্রকৃত উচ্চারণ ঋ এর মতো। অপশনে বর্ণিত শৃঙ্খল, প্রশ্ন ও শ্রমিক উচ্চারণে 'শ' ব্যবহৃত হলেও উচ্চারণ হয়েছে 'স' (ঋ) এর মতো। কেবল 'শুধু' শব্দে 'শ' এর প্রকৃত উচ্চারণ ঋষ বহাল আছে। তাই সঠিক উত্তর (খ)।

MPBIAN

২৪. কোনটি মৌলিক বিশেষণ?

ক. গুণী খ. ফুটন্ত গ. সুপ্ত ঘ. কালো

ব্যাখ্যা : আমরা জানি যে পদ বিশেষ্য বা সর্বনামের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন করে তাকে 'বিশেষণ' বলে। যেমন- ফুটন্ত গোলাপ, গুণী লোক, সুপ্ত প্রতিভা, কালো কাপড়। প্রশ্নে মৌলিক শব্দযোগে বিশেষণ চাওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে শব্দকে ভাঙলে প্রাসঙ্গিক অর্থ পাওয়া যায় না তাকে 'মৌলিক শব্দ' বলে। সুতরাং অপশনে বর্ণিত ভাঙলে আমরা পাই গুণ+ ইন = গুণী, ফুট+ অন্ত = ফুটন্ত, √স্বপ+ ত = সুপ্ত। 'কালো' একটি মৌলিক শব্দ। সুতরাং সঠিক উত্তর (ঘ)।

২৫. 'মোগো' আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ কোনটি?

ক. আমাদিগের খ. আমাদের গ. মোদের ঘ. আমরা

ব্যাখ্যা : আঞ্চলিক রীতিতে 'মোগো' শব্দটি বেশ প্রচলিত। যেমন- মোগো বাড়ি বরিশাল। অনেকেই প্রশ্নের উত্তরে 'মোগো' অর্থ 'আমাদের' উত্তর করবে। কিন্তু উত্তরটি ঠিক নয়। প্রশ্নে বলা হয়েছে 'পদ্যরূপ' কিন্তু 'আমাদের' শব্দটি গদ্যরূপ। পদ্যের ভাষায় যেমন অতুল প্রসাদ সেনের কবিতা 'মোদের গরব মোদের আশা; আমরি বাংলা ভাষা'। সঠিক উত্তর (গ)।

MPBIAN

২৬. নিচের কোন শব্দটি ব্যতিক্রম?

ক. কারখানা খ. বেকার গ. কারচুপি ঘ. কারসাজি

ব্যাখ্যা : 'কার' একটি ফার্সি উপসর্গ। আমরা জানি 'উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এটি অন্য অর্থবোধক শব্দের শুরুতে এসে অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।' প্রশ্নে বর্ণিত 'কারখানা, কারসাজি, কারচুপি' শব্দে উপসর্গের ব্যবহার হয়েছে। কারণ এই শব্দগুলোতে 'কার' উপসর্গ বাদ দিলেও অর্থবোধ শব্দ 'খানা, চুপি, সাজি' আছে। কিন্তু 'বেকার' শব্দে 'কার' উপসর্গ নয় বরং অর্থবোধক শব্দ হিসেবে 'কার' (কাজ) ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

২৭. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি মাত্রাহীন বর্গীয় বর্ণ আছে?

ক. ৭ খ. ২ গ. ১০ ঘ. ৮

ব্যাখ্যা : এই প্রশ্নটি বেশ সংশয়াপন্ন। সাধারণভাবে প্রশ্ন না পড়লে সর্বমোট মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি উত্তর করবে। কিন্তু প্রশ্নে বলা হচ্ছে 'মাত্রাহীন বর্গীয় বর্ণ'। আমরা জানি বর্গীয় বর্ণমালা (ক-ম) পর্যন্ত। সেই হিসেবে বর্গীয় মাত্রাহীন বর্ণ দুটি। যথা- ঙ, ঞ। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

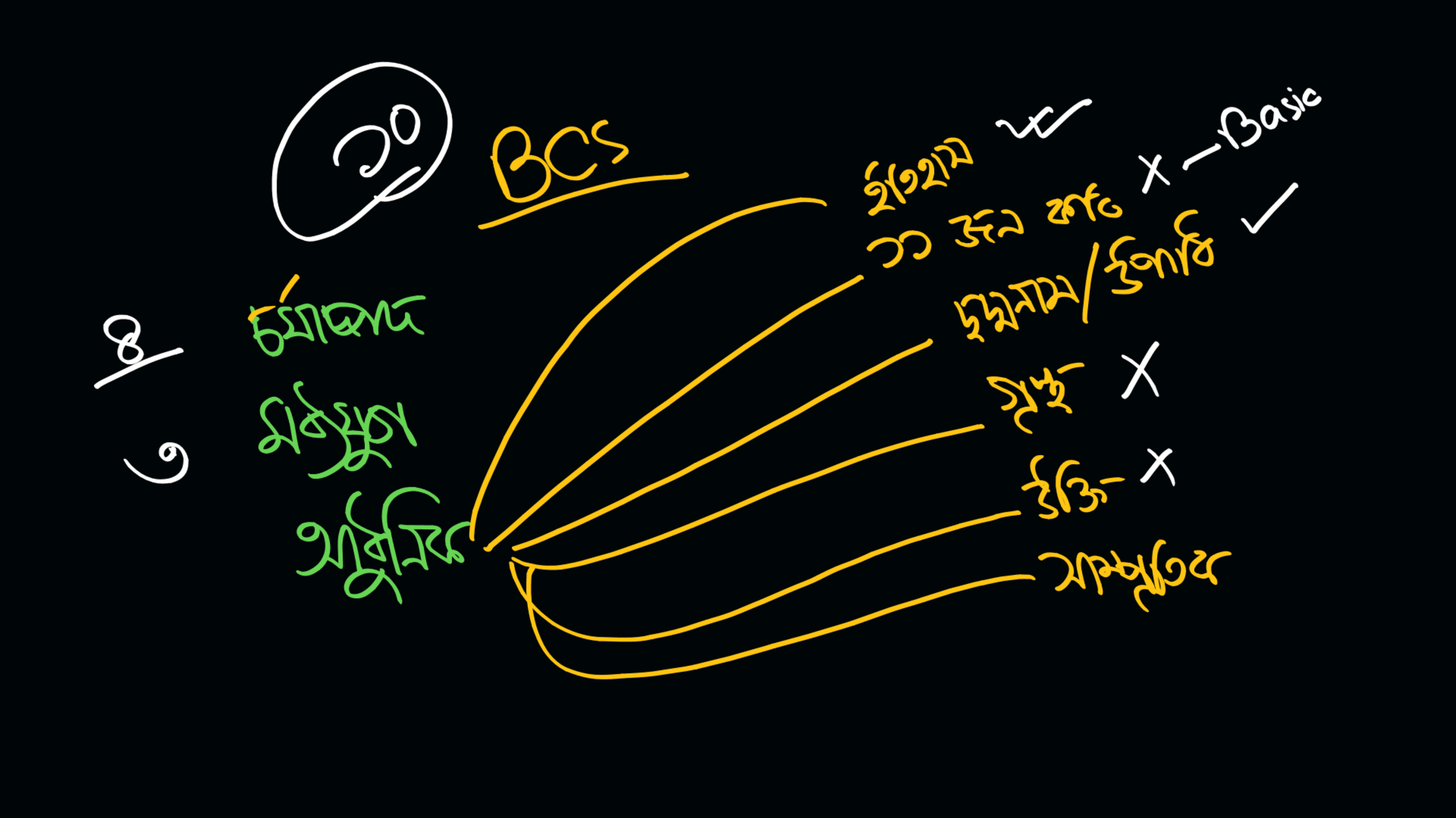

১০ BCS

৪ চর্যাপদ

৩ মধ্যযুগ

আধুনিক

- ইতিহাস ✓
- ১১ জন কবি ✗ — Basic
- ছদ্মনাম/উপাধি ✓
- গ্রন্থ ✗
- উক্তি ✗
- সাম্প্রতিক

MPBIAN

Thank You